মেহেরপুরে মনোনয়ন দ্বন্দ্বে নির্বাচনী ব্যয় বাড়ছে

মেহেরপুর-১ ও গাংনী আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়নকে ঘিরে বিরাজ করছে অস্বস্তিকর অস্থিরতা। দুই আসনেই মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে মানববন্ধন, প্রতিবাদ সমাবেশ, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ ও পৃথকভাবে কর্মসুচী পালন অব্যাহত আছে।

সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটছে। অথচ কথা ছিল দলীয় মনোনয়ন যাকে দেয়া হবে তার পক্ষে সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন। কিন্তু বিপরিত চিত্রের কারণে শুধু রাজনৈতিক উত্তেজনাই বাড়ছে না নির্বাচনী ব্যয়ও অস্বাভাবিক হারে বাড়তে শুরু করেছে বলে জানাচ্ছেন স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরের দুুটি আসনে সাবেক দুই এমপি দলীয় মনোনয়ন পাবার পর এই বিরোধ তুঙ্গে উঠছে।

মেহেরপুর-১ আসনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ পক্ষ ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে জনসংযোগ করছেন।

মনোনয়ন বঞ্চিত কামরুল হাসান পক্ষ দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা দাবিতে বিভিন্ন কর্মসুচী পালন করছেন। নিজ নিজ অবস্থান জানান দিতে গ্রাম গঞ্জ থেকে বাস ভরে লোকবল আনতে হচ্ছে উভয় পক্ষকে। ব্যানার-ফেস্টুন, মাইকিং, শোডাউন, প্রচারপত্র এসবের পেছনে বাড়তি খরচ পড়ছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

অন্যদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের মনোনয়নকে ঘিরে আরও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের পক্ষে নেতা কর্মীরা প্রায় প্রতিদিনই সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করছেন।

দলীয় মনোনয়নের দাবিতে পোস্টার, লিফলেট, মোটরসাইকেল শোডাউনসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে ব্যয় বাড়ছে কয়েকগুণ। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীকেও তৎপর থাকতে হচ্ছে।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন মিল্টন-কামরুল পক্ষের চেয়ে অরুণ-আমজাদ পক্ষ জনপ্রিয়তার কারণেই দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন। জাতীয় নির্বাচনে তাদের বিকল্প এখনও কোন

নেতা তৈরী হয়নি।

স্থানীয় নেতাদের ভাষ্য, মনোনয়নকে কেন্দ্র করে এমন ধারাবাহিক কর্মসূচি দলের ভেতর বিভাজন বাড়ানোর পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে। মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে যে প্রতিযোগিতা চলছে, তা শেষ পর্যন্ত সম্ভাব্য প্রার্থীদের ওপর বাড়তি ব্যয়ের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, মনোনয়নের আগে থেকেই নির্বাচনসংশ্লিষ্ট খরচ বাড়তে শুরু করেছে- যেখানে পোস্টার, ব্যানার, লজিস্টিকস ও কর্মসূচি খরচ যোগ হয়ে প্রতিদিনই ব্যয়ের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে।

নেতাকর্মীরা বলছেন, প্রাথমিক মনোনয়নে অসন্তোষ থাকলেও ধারাবাহিক কর্মসূচি ও শক্তির প্রদর্শন করতে গিয়ে যে অর্থনৈতিক চাপ বাড়ছে, তা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

একইসঙ্গে এতে দলে বিভক্তির গভীরতা বাড়বে এবং নির্বাচন পূর্ববর্তী সময় থেকেই অপ্রয়োজনীয় ব্যয় অতিরিক্ত উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। দলীয়দ্বন্দ্ব নির্বাচনে জয় হাতছাড়া হবার আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যাবে না।

নির্বাচনের এখনও সময় থাকলেও মেহেরপুর জুড়ে এখন মূল আলোচনায় বিএনপির অভ্যন্তরীণ মনোনয়ন সংকট, এবং তা ঘিরে প্রতিদিন বাড়তে থাকা রাজনৈতিক উত্তাপ ও ব্যয়ের চাপ।

মেহেরপুর-১ আসনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ যুগান্তরকে বলেন নির্বাচনের আগে মনোনয়ন নিয়ে এমন পরিস্থিতি অস্বাভাবিক না। দলের জরিপে যোগ্য বিবেচনায় আমাকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। তফশীল ঘোষণার পর সব এক কাতারে চলে আসবে।

ঝিনাইদহে পরিবারকল্যাণ

কর্মীদের ১০ দিনের কর্মবিরতি

নিয়োগবিধি বাস্তবায়নের দাবিতে ঝিনাইদহে ১০ দিনের কর্মবিরতি শুরু করেছে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মীরা।

মঙ্গলবার সকাল থেকে সদর উপজেলা কার্যালয়সহ বিভিন্ন উপজেলায় কর্মবিরতি দিয়ে অবস্থান নেয় পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও পরিবার কল্যাণ সহকারীররা। আন্দোলনকারীরা পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রচার সপ্তাহ বর্জনের ঘোষণা দিয়ে অবস্থান নেন।

সেসময় পরিবার কল্যাণ সহকারী রেহেনা পারভীন, কেয়া রানী প্রামানিক, পরিদর্শক জিয়াউর রহমান, পরিদর্শিকা অর্চনা রানী বিশ্বাসসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, পরিবারকল্যাণ কর্মীরা প্রসূতি স্বাস্থ্যসেবা, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিসেবা, টিকাদান কর্মসূচিসহ নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। অথচ চাকরি রাজস্ব খাতে থাকলেও কোনো পদোন্নতি হচ্ছে না।

তাই দ্রুত নিয়োগবিধি-২০২৪ বাস্তবায়ন করার দাবী জানান তারা। মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া এ কর্মবিরতি চলবে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

মেহেরপুরে সার বিক্রি নীতিমালা সংশোধনের দাবিতে খুচরা সার ডিলারদের মানববন্ধন

খুচরা সার বিক্রেতা আইডি কার্ড বহাল রাখা, টিও লাইসেন্স চালু রাখা এবং সার সংরক্ষণ নীতিমালা-২০২৫ সংশোধনের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার নেতৃবৃন্দরা।

রবিবার বিকেল ৩টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের সামনে ঘণ্টাব্যাপী এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচি শেষে খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন মেহেরপুর জেলা শাখার নেতৃবৃন্দরা মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন।

সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি শাহিনুল ইসলাম শাহীনের সভাপতিত্বে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। সভাপতিত্বের বক্তব্যে তিনি বলেন, আপনারা যে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটা কি কখনো বুঝতে পেরেছেন এর দ্বারা কি হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ, এদেশে কিছু যদি সচল না থাকে কোন কিছুই সচ্ছল থাকবে না। আপনার এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমার মনে হয় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এত বড় আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত এ পর্যন্ত কোন সরকার নিয়েছে বলে আমার জানা নাই। কারণ এই লাইসেন্স নিয়ে যারা ব্যবসা করেছে মেহেরপুরবাসী জানে এই খুচরা ডিলার, কার্ড ধারী ডিলার এটা কত বড় লাঞ্ছিত এই বিসিআইসি ডিলারদের কাছ থেকে । দুর্নীতি যদি করে থাকে সিন্ডিকেট যদি করে থাকে তারা করেছে।

মানববন্ধনে উপস্থিত বক্তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, প্রধান উপদেষ্টার কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি সার সংরক্ষণ নীতিমালা-২০২৫ অবিলম্বে সংশোধন করুন। এই নীতিমালা বহাল থাকলে সারা দেশের ৪৫ হাজার খুচরা সার বিক্রেতা পরিবার এবং তাদের সঙ্গে জড়িত হাজার হাজার কর্মচারীর পরিবারের সন্তানেরা পথে বসবে। যারা সিন্ডিকেট করেছে, কেবল তাদেরই শাস্তি দিন। নীতিমালা সংশোধন না হলে কৃষক ও আমাদের পরিবারকে নিয়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সহ-সাধারণ সম্পাদক হুসাইন এরশাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল করিম, গাংনী উপজেলা সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান প্রমুখ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা মাসুদ রানা, ইলিয়াস হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি বিপ্লব হোসেন, কলিমুদ্দিনসহ জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত শত শত খুচরা সার বিক্রেতা ও নেতৃবৃন্দ।

ঝিনাইদহে খুচরা সার বিক্রেতাদের মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

ঝিনাইদহে খুচরা সার বিক্রেতা আইডি কার্ডধারীদের বহাল রাখা, টি.ও লাইসেন্স এবং সার সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২৫ সংশোধনের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

রোববার সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এ কর্মসূচির আয়োজন করে।

এতে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে জেলার ছয়টি উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের খুচরা সার বিক্রেতারা অংশ নেন। ঘণ্টাব্যাপী চলা এ কর্মসূচিতে সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি সায়েদুল আলম বাদশা, সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ, সদর উপজেলা শাখার সভাপতি তরিকুল ইসলাম টিপু, কালীগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি জিল্লুর রহমান, হরিণাকুন্ডু উপজেলা শাখার সভাপতি শামীম আহমেদ (চাঁন), শৈলকুপা উপজেলা শাখার সভাপতি বাবুল আক্তার, মহেশপুর শাখার সভাপতি উজ্জ্বল হোসেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল মিয়াসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

এসময় বক্তারা বলেন, ২০০৯ সালে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে খুচরা সার বিক্রয়ের অনুমতি ও অনুমোদন (টি.ও লাইসেন্স) দেওয়া হয়। কিন্তু ২০২৫ সালে এসে এ নীতিমালার খসড়া অনুমোদন স্থগিত করা হয়েছে। পাশাপাশি ২০২৬ সালের মার্চ মাসে এ সুবিধা সম্পূর্ণ স্থগিতের নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

এই নির্দেশনার ফলে খুচরা সার ব্যবসায়ী ও ডিলাররা ক্ষতির মুখে পড়ছেন। তাই ২০০৯ সালের নীতিমালা বহাল রাখার দাবি বর্তমান সরকারের কাছে জোরালোভাবে তুলে ধরেন বক্তারা।

ঝিনাইদহে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস পালন

‘নারীর জন্য রাজনীতি করি, সহিংসতা রোধে একসাথে লড়ি’ এ শ্লোগানে ঝিনাইদহে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে বুধবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচির আয়োজন করে দুর্বার নেটওয়ার্ক ও ওয়েলফেয়ার এফোর্টস। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সদস্য, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ নানা শ্রেনীপেশার মানুষ অংশ নেয়। সেসময় দুর্বার নেটওয়ার্কের সদস্য শরিফা খাতুন, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এন এম শাহজালাল, হাফিজুর রহমান, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বাবলু কুমার কুন্ডু, উই এর প্রজেক্ট অফিসার রশিদা খাতুনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা নারীদের প্রতি সহিংসতার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে নির্যাতন বন্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, সামাজিক সচেতনতা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সহিংসতা প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

হরিণাকুণ্ডুতে খুচরা সার বিক্রেতাদের মানববন্ধন

ঝিনাইদহের হডিরণাকুণ্ডুতে খুচরা সার বিক্রেতাদের বহাল রাখা ও টিও লাইসেন্সের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

রোববার (১৬ নভেম্বর) সকালে হরিণাকুন্ডু উপজেলা মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে খুচরা সার বিক্রেতা এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে উপজেলার বিভিন্ন এলাকার খুচরা সার বিক্রেতারা অংশ নেয়। কর্মসূচীতে সংগঠনটির সদস্য শামীম আহম্মেদ চাঁদ, নয়ন হোসেন, মনির হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, খুচরা সার বিক্রেতাদের বাতিল করতে প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে। এটা বাস্তবায়ন হলে দেশের ৪৪ হাজার ব্যবসায়ী ও তাদের পরিবারসহ ৫ কোটি কৃষক সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাই এ সিন্ধান্ত বাস্তবায়ন না করার আহ্বান জানানো হয় কর্মসূচী থেকে।

পরে সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক ঘুরে উপজেলা কৃষি অফিসের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার মাধ্যমে কৃষি সচিব বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেন ব্যবসায়ীরা।

ঝিনাইদহে রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ জেলা শহরে রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে রেললাইন, মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটি।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সাবেক উপাধ্যক্ষ এন.এম শাহজালাল। প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন- জজ কোর্টের পিপি এ্যাড.এস এম মসিউর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মীর

রবিউল ইসলাম লাভলু, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহব্বত হোসেন টিপু বক্তব্য রাখেন।

আরও বক্তব্য রাখেন জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. আকিদুল, মানবাধিকার কর্মী হাফিজুর রহমান, চলচিত্র অভিনেতা মান্না, নবচিত্র পত্রিকার সম্পাদক এ্যাড. আলাউদ্দিন আল আজাদ, কমিউনিষ্ট পার্টির সভাপতি স্বপন কুমার বাগচী, বাসদ সভাপতি এ্যাড. আসাদ, প্রভাষকক বাবুল আক্তার, ঝিনাইদহ জেলা সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট আহ্বায়ক ছাত্র নেতা শারমিন সুলতানা, নুসরাত জাহান সাথী, ব্যবসায়ী সফিকুর রহমান যাজু প্রমুখ।

সমাবেশের সঞ্চালনায় ছিলেণ রেললাইন বাস্তবায়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান, বক্তাগণ বলেন, পার্শ্ববর্তী মাগুরা, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গায় রেল সংযোগ থাকলেও ঝিনাইদহ জেলা শহরে কোনো রেল লাইন নেই। জেলা সদরে এখনও মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়নি, আর উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি দীর্ঘদিনের। সকল সড়ক ও নবগঙ্গা নদী সংস্কার, দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া পদ্মা নদীতে সেতু নির্মানের জোর দাবী জানানো হয়। মানববন্ধনে বক্তাগণ বলেন, রেল লাইন সংযোগ থাকলে ঝিনাইদহের কৃষি, ব্যবসা, শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে বিপুল উন্নয়ন ঘটবে। ঝিনাইদহের জনগণ আর অবহেলিত থাকতে চায় না।

ঝিনাইদহে সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি-অনিয়মের বিরুদ্ধে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে এক দুর্নীতিগ্রস্থ ইউএনও’র পদায়ন ও সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি-অনিয়মের বিরুদ্ধে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (২ নভেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছাত্র ঐক্য।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতৃবৃন্দ, ইসলামী ছাত্রশিবির, ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সাবেক আহ্বায়ক আবু হুরাইরা, সদস্য সচিব সাইদুর রহমান, ইসলামী ছাত্রশিবির শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক মাসুদ পারভেজ, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সহ-সভাপতি এম আব্দুর রহমান, কেসি কলেজ শিবিরের সভাপতি মাহবুবুর রহমানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, ছাত্র-জনতার বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির অভিযোগে অভিযুক্ত বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুদীপ্ত কুমার সিংহকে ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে বদলি করা হয়েছে। এতে আপত্তি জানিয়ে বক্তারা বলেন, স্বৈরাচারের দোসর ও দুর্নীতিবাজ কোন কর্মকর্তাকে ঝিনাইদহে যোগদান করতে দেওয়া হবে না। এছাড়াও সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধের দাবী জানানো হয়েছে মানববন্ধন থেকে।

মেহেরপুরে স্বতন্ত্র নার্সিং প্রশাসন বিলুপ্ত করার প্রতিবাদে মানববন্ধন

স্বতন্ত্র নার্সিং প্রশাসন বিলুপ্ত করে ভিন্ন অধিদপ্তরে একীভূত করার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন, মেহেরপুর শাখা।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি চামেলি ইয়াসমিন। এ সময় বক্তব্য দেন

সহ-সভাপতি আসাদুল হক, সাধারণ সম্পাদক তুষার বিশ্বাস, স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও মিডওয়াইফারি প্রতিনিধি আমেনা খাতুন, সুশিলা মণ্ডল, সুজন সরকারসহ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, ৪৮ বছরের ঐতিহ্য, অর্জন ও প্রশাসনিক স্বাতন্ত্র্য বহনকারী নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে বিলুপ্ত করে অন্য অধিদপ্তরে একীভূত করার উদ্যোগ নার্সদের পেশাগত মর্যাদা ও স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত। তারা এ ধরনের পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

বক্তারা আরও বলেন, “স্বতন্ত্র নার্সিং প্রশাসন বিলুপ্তির এই অশুভ উদ্যোগ রুখে দিতে আমরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।” একই সঙ্গে তারা পেশার বিদ্যমান জটিলতা নিরসন ও বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের উপস্থাপিত দাবিগুলোর দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

মানববন্ধনে জেলা শাখার বিভিন্ন স্তরের নার্স ও মিডওয়াইফরা অংশগ্রহণ করেন।

ঝিনাইদহে কৃষকদল নেতার বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে কৃষকদল নেতা মানিক মোল্লার বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচারের প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকালে শহরের মধুপুর চৌরাস্তায় এই কর্মসূচির আয়োজন করে সদর উপজেলার ভূপাতিপুর গ্রামবাসী।

মানববন্ধনে ব্যানার ও ফেস্টুন হাতে নিয়ে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কৃষকদলের নেতাকর্মীসহ স্থানীয় এলাকাবাসী অংশ নেন।

ঘণ্টাব্যাপী চলা এ কর্মসূচিতে বক্তারা অভিযোগ করেন, সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়ন কৃষকদল নেতা মানিক মোল্লার বিরুদ্ধে একটি মহল

উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে। ‘অগ্রযাত্রা প্রতিদিন’ নামের একটি ভুয়া ফেসবুক আইডি থেকে মানিক মোল্লার নামে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করা হচ্ছে বলে তারা জানান।

বক্তারা বলেন, রাজনৈতিকভাবে হেয় করার উদ্দেশ্যে এ ধরনের অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। তারা অপপ্রচারের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন জেলা কৃষকদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুর রশিদ বাবলু ও লাবলুর রহমান বাবলু, সদর উপজেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব আবু জাফর, যুগ্ম আহ্বায়ক মাফিরুল ইসলাম, ভূপতিপুর মারকাজ মসজিদের খতিব মুফতি আব্দুস সালাম, পোড়াহাটি ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন আলমসহ আরও অনেকে।